নব্য সুরুরীদের উসূল
শাইখ আলী ইবনু খুদ্বইর আল-খুদ্বইর
المـوحـدون
The Muwahhidin
Publications
অনুবাদ ও পরিবেশনায়
The Muwaḥḥidīn Publications

بِسۡمِ ٱللهِ ٱلۡحَمۡدُ لِلهِ ﷻ وَٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ عَلَى رَسُوۡلِ ٱللهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصۡحَابِهِ أَجۡمَعِيۡنَ

আল্লহ্‌র নামে,সকল প্রশংসা আল্লহ্ ﷻ-এর জন্য,ছালাহ্ এবং সালাম বর্ষিত হোক রসূলিল্লাহ্ ও তাঁর সকল সাথীর উপর।

মূল অংশ

সাহ্ওয়াত মুক্বাউওয়ামাহ্/আন্দোলন বর্তমান সময়ে অবশ্যই একটি কঠিন সময় পার করছে। এটি আমাদের জন্য অনুধাবন করা আবশ্যক যে,যেসমস্ত ঘটনাবলী মূল সাহ্ওয়াত্‌কে ঝড়ের মুখে নিয়ে গেছে এবং একে বিভক্ত করেছে সেগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, না সেগুলো

কোন ছোটোখাটো পদস্খলন বা কোন অশ্বারোহীর হোঁচট খাওয়ার মতো ঘটনা (অর্থাৎ অনভ্যস্থ কারো দ্বারা সংঘটিত কোন বিরল ভুল)। বরং, এটি একটি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি যা সময়ে সময়ে তার মৌলিক কার্যধারা ও উদ্দেশ্যগত দিকগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। কিছুকাল দৃঢ়ভাবে বহাল থাকার পর বর্তমানে এটি থেকে দুটি ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে,এবং (নিশ্চয়ই) আল্লহ্ (ﷻ) তা'আলা ছাড়া কোন সক্ষমতা বা কোনো ক্বুউওয়াহ্/শক্তি নেই।

★আসরানীয়্যন (মডার্নিস্ট):এরা ছিল বিচ্ছিন হয়ে যাওয়া প্রথম ত্বইফাহ্/দল এবং এরা মূলত ছিল ইসলামী লিবাসধারী/পোশাকধারী ধর্মনিরপেক্ষ।আমি এর আগে একটি প্রবন্ধ লিখেছি যা তাদের মৌলিক বিশ্বাস এবং স্তরসমূহ শারহ্/ব্যাখ্যা করে।

পরাজিত মানসিকতার আন্দোলন: মূল সাহ্ওয়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এই আন্দোলন এখনো তার শৈশব

পার করছে। একেক সময়ে এটি একেক ধারণা বা আক্বীদাহ্/বিশ্বাস নিয়ে হাজির হয় যা _বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ_ হয়ে থাকে।তথাপি এটি মূলত আহ্লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আহ্ এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত ও অনুমোদিত ইজতিহাদের লিবাস পরিধানকৃত।এই আন্দোলনের বয়স আনুমানিক দুই বছরের বেশি নয়।

আমরা দ্বিতীয় দলটি দিয়ে শুরু করব যেটি মূল ছাহ্ওয়াহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং এটিকেই বলা হয়: “নতুন সাহ্ওয়াত”, বা “দ্বিতীয় সাহ্ওয়াত”, বা “ওয়াক্বি' (সাম্প্রতিক ঘটনাবলী)-এর সাহওয়াহ্, বা “সংশোধিত সাহওয়াত্” ,বা “মধ্যপন্থী (মডারেট) সাহ্ওয়াহ্”,বা “একটি নবায়নকৃত ইসলামী (তথাকথিত) পরিচয়ের আন্দোলন”,বা তারা সম্প্রতি নিজেদের যে নাম দিয়েছে: “মধ্যপন্থী কার্যধারার আন্দোলন” ইত্যাদি। এই সমস্ত নামই এই আন্দোলনের সমার্থক। তাদের বিভিন্ন নতুন প্রস্তাব এবং পদ্ধতি রয়েছে।এগুলোর কয়েকটি হলো:

ঈমান ও কুফর বিষয়ে তাদের মৌলিক আক্বীদাহ্:

ঈমানের মাস'আলাহ্য় তারা ইরজা'র দিকে ঝুঁকে থাকে এবং তাকফীরের মাস'আলাহ্য় তাজাহ্হুম (অসম্মতি এবং তাকফীরের মাস'আলাহ্য় জাহ্মীয়্যাহ্ মাযহাবের পথ অনুসরণ করা)-এর দিকে ঝুঁকে থাকে,এর কারণ হলো,তারা কটুক্তিকারীকে (হোক সেটা আল্লহ্ ﷻ বা রসূলুল্লহ্ ﷺকে কটুক্তিকারী) কাফির হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হতে বিরত থাকে, যতক্ষণ না সে (অন্তরে) অবিশ্বাসী হয়,অথবা তাকেও না (তাকফীর করে না) যে মানবরচিত আইন দিয়ে শাসন করে,অথবা তাকেও না যে (ইসলামের বিরুদ্ধে) কাফিরদের সাহায্য করে।এই সমস্ত বিষয়গুলো একটি মৌলিক বিষয়ের দিকে ফিরে যায় এবং তা হলো ইরজা',এবং তাকফীরের মাস'আলাহ্য় তাদের মৌলিক আক্বা'ইদ/আক্বীদাহ্সমূহ হলো:

(ক).কোনো স্পষ্টকরণ বা ব্যাখ্যা ছাড়াই তাকফীরের ব্যাপারে অনিয়ন্ত্রিত ও সাধারণ নিষেধাজ্ঞা।

(খ).প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বক্তা এবং বক্তব্যের মাঝে,কর্তা ও কর্মের মাঝে আমভাবে এক ধরনের পার্থক্য নিরূপণ করা, হোক সেটি বড় শির্কের মাসআলাহয় কিংবা কোন প্রকাশ্য ও আপাত বিষয়ে যার বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল-যদিও (তাকফীরের) কারণগুলি একত্রিত করা হয় এবং এর বাধাসমূহ দূর করা হয়। এই কারণে,(তাদের মাঝে) এমন কোন ব্যক্তিত্ব নেই যে কুরআন ও সুন্নাহ্‌তে উল্লিখিত ব্যক্তিদের ব্যতীত কাউকে তাকফীর করে (অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লহ্ ﷻ-এর কিতাবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যাদেরকে তাদেরকেই, আমাদের সময়ে কুফরে নিপতিত কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে নয়!)।

(গ).ইলম পরিত্যাগ করা এবং তাকফীরের মাস'আলাহ্ বোঝার ব্যাপারে (অন্যদের) তা শেখা এবং বোঝার থেকে সতর্ক করা,এবং এটি শেখানো থেকে বিরত থাকা এবং

এ সম্পর্কে লেখালেখি না করা,এটির পাশাপাশি নাজদী দা'ওয়াহ্‌র ইমামদের কিতাবসমূহ থেকে (লোকেদের) সতর্ক করা এবং তাওহীদের মৌলিক বিষয়গুলো অধ্যয়ন করা ও শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহ্‌হাব رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ-এর কিতাবুত তাওহীদকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা,একই সাথে নাওয়াক্বিদ্বুল ইসলাম (ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়গুলো)-এর ব্যাপারে অধ্যায়ন ত্যাগ করা এবং একে একটি ফিতনাহ্‌ এবং (অবাধ) তাকফীরের কারণ মনে করা!

(ঘ).❝আলওয়ালা' ওয়াল-বারা'❞-এর বিষয়গুলোতে কম আগ্রহ প্রদান,এবং 'কুফর বিত-ত্বা'গূত' মাস'আলাহ্‌র প্রতি ঘৃণা,বিদ্বেষ পোষণ ও একে কম গুরুত্ব দেয়া, এবং তারা এটি বারবার বলে যে 'আমরা তো এর মাধ্যমে (ত্বা'গূতের) ইবাদাহ্‌ করছিনা, আল্লহ্‌ (ﷻ) তা'আলা এর ব্যাপারে আমাদের সাওয়াল/জিজ্ঞাসা করবেন না এবং এই জ্ঞানে কোন উপকার নেই!'

(ঙ).অজ্ঞতার ওজর দেওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত অবস্থান গ্রহণ,এমনকি যারা সংখ্যায় অপ্রতুল থেকে অস্বীকার ও বিদ্রোহ করে (যদিও তাদের কাছে জ্ঞান ব্যাপকভাবে উপলব্ধ ছিল) তাদেরকেও এই অজুহাত দেওয়া।তাদের কারো কারো ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে তারা ইয়াহুদী ও নাছারা (খ্রিষ্টানদের) মধ্যকার অজ্ঞদেরকেও অজুহাত দেয়।

(চ).পারস্পরিক ক্ষমা ও বিশ্ব শান্তির আহ্বান এবং ক্রমাগত এগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে থাকা।

(ছ).ত্বাওয়া'গীতকে/ত্বা'গূতদেরকে তাকফীর করা হতে সতর্ক করা,যারা (মানবরচিত আইন দ্বারা আল্লহ্ ﷻ-এর শারী'আহ্কে) প্রতিস্থাপিত করেছে এবং তাদেরকে (ত্বাওয়া'গীতকে) যারা তাকফীর করে তাদের অপসারণ করা এবং এই মৌলিক আক্বীদাহ্'র ভিত্তিতে তাদের প্রতি

শত্রুতা ঘোষণা করা।

(জ).রাজনৈতিক ব্যক্তিদের থেকে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিত্বকে মাপকাঠি ও লিটমাসস্বরূপ বানানো - সুতরাং যে কেউ তাদের উপর তাকফীর করে, এমনকি যদি তারা (রাজনৈতিক ব্যক্তিগণ) এমন কাজ করে যা স্পষ্ট কুফরের কারণ এবং সেক্ষেত্রে তাকফীরের বাধাগুলো দূর হয় - তাহলেও সে একজন হারূরী (খারিজি) তাকফীরী এবং ফিতনাহ্‌বাজ/ফাত্তান ব্যক্তি যে আহলুস সুন্নাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত নয়!

জিহাদের ক্ষেত্রে - নতুন সাহ্‌ওয়াত হলো একটি দল যারা সশস্ত্র জিহাদকে বাত্বিল করে এবং তারা মুখাব্বিলাহ্‌ (যারা নিরাশ করে এবং পেছনে সরিয়ে রাখে) এবং মুরজিফাহ্‌ (যারা ভয় দেখায় বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে)। তারা সশস্ত্র জিহাদের সামনে অক্ষমতার বিভিন্ন স্তর স্থাপন করে,যা প্রকৃতপক্ষে জিহাদ বাত্বিল করার মধ্যেই শেষ

হয়। তারা সশস্ত্র জিহাদের পরিবর্তে ❝শব্দ❞ বা ❝ওয়েব ❞ বা 'ইন্টারনেট' কিংবা ❝তারবিয়াহ্‌র জিহাদ❞ বা ❝ Jihād of side issues/মুখ্য জিনিস বাদ দিয়ে গৌণ বিষয়গুলোর জিহাদ❞ শব্দ/নামগুলো দ্বারা সশস্ত্র জিহাদকে পরিবর্তন করে দেয়,যার মাধ্যমে তারা জনগণ ও ছাহ্‌ওয়াহ্‌র শাবাবদের/যুবকদের বিভ্রান্ত করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করে যে, জিহাদুত্ব-ত্বালাব/আক্রমণাত্মক জিহাদের কোনো অস্তিত্ব নেই।তারা মুজাহিদীনের উপর আক্রমণ করে এবং তাঁদেরকে তাড়াহুড়ো,চরমপন্থা এবং ওয়াক্বি' (সাম্প্রতিক ঘটনাবলি) না বোঝায় দোষে আক্রান্ত করে। এই সাহওয়াতদের কাছে মুজাহিদীনগণ শুধুমাত্র তাকফিরীয়্যুন,খাওয়ারিজ এবং প্রতিক্রিয়াশীল। তারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তাঁরা উম্মাহ্‌র জন্য ফিতনাহ্‌ নিয়ে এসেছে, আলিমদের সাথে শূরা (পরামর্শ) করেনি এবং মাসলাহা ও মাফসাদা অর্থাৎ ক্ষতি ও লাভের দিক বিবেচনা করেনি। তারা আরও দাবি করে যে মুজাহিদরা দা'ওয়াহ্‌র মাধ্যমে অর্জিত সাফল্যগুলো নষ্ট করেছে এবং উম্মাহ্‌কে প্রস্তুতি ছাড়াই ও সমান শর্তে না থেকেও

সংঘর্ষে টেনে এনেছে। এ ছাড়া, তারা আরও অনেক অপবাদ ও গুরুতর অত্যাচার আরোপ করে,যা তাদের ভাইদের প্রতি চরম অন্যায়। এই বিষয়ে তাদের ভুল ধারণাগুলোর একটি হলো, উম্মাহ্ এখনও জিহাদের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত নয় এবং উম্মাহ্ প্রস্তুত না হলে তাকে যুদ্ধে টেনে নেওয়া হালাল নয়। এবং তারা প্রস্তুতিকে জিহাদের শর্ত হিসেবে গ্রহণ করে এবং এটিকে তারবিয়াহ্ চরিত্র গঠন ও শিক্ষা-এর মাধ্যমে অর্জিত করার পূর্বশর্ত / বলে গণ্য করে। তারা মুজাহিদদের দোষারোপ করে যে, তারা সাহওয়াতদের অর্জিত সাফল্য নষ্ট করেছে,যেমন পশ্চিমে দাতব্য সংস্থাগুলোর বন্ধ হওয়া এবং সেখানে ইসলামী কেন্দ্রগুলোর বন্ধ হয়ে যাওয়া। তারা মুজাহিদদের অল্পসংখ্যক জ্ঞানভিত্তিক ক্লাস ও রচনা পরিচালনা করার জন্য অভিযুক্ত করে,পশ্চিমাদের ইন্টারনেটে আধিপত্য বিস্তারের জন্যও দোষ দেয় এবং আরও অনেক বিষয় নিয়ে অভিযোগ তোলে। তারা জিহাদিদের তাদের মাজলিস/শভা, বাড়ি ও দল থেকে বের করে দেয় এবং সম্ভবত তাদেরকে ফাসিক্ব/পাপী হিসেবে ঘোষণা করে। এমনকি তারা তাদের (জিহাদিদের)

জন্য আল্লহ্র পক্ষ থেকে কোনো পুরস্কার, প্রতিদান ও গ্রহণযোগ্যতা অস্বীকার করে এবং তাদের মৃতদের শুহাদা বলে স্বীকার করে না।

ফিক্বহ্‌ের ক্ষেত্রে তারা ছাড় দেওয়ার পথ খুলে দিয়েছে এবং মিথ্যা ও অপবাদমূলকভাবে এমন এক ধরনের ফিক্বহ্ আবিষ্কার করেছে, যাকে “সহজতার ফিক্বহ্” বলা হয়। এর অর্থ হলো এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যা সময়ের উপযোগী এবং মানুষের জন্য সহজতর বলে তারা দাবি করে, যদিও তারা জানে যে এ জাতীয় বিষয়ে প্রকৃত সিদ্ধান্ত হতে হবে সেই প্রমাণের ভিত্তিতে যা ক্বুরআন,ছুন্নাহ্ ও ইজমা' দ্বারা নির্দেশিত ও প্রমাণিত হয়।এই লোকেরা এই প্রক্রিয়াকে উল্টে দিয়েছে,যার মাধ্যমে তারা কোনো বিষয়ে সহজতার ভিত্তিতে এটিকে সর্বাধিক সঠিক বলে ঘোষণা করে। এই মিথ্যা মূলনীতির দ্বারা তারা বিভিন্ন বিষয়ে ধর্মীয় ফাতাওয়া প্রদান করেছে, যেমন হাজ্জ, কেনাকাটা, পোশাক, নারীদের সম্পর্কিত বিষয়াবলি, হিজাব, দাড়ি, ঘরে জামা'আতে ছালাহ্ আদায়,মাহ্‌রাম ছাড়া ভ্রমণ,এবং গানের প্রতি অত্যন্ত শিথিলতা প্রদর্শন করে তারা এ কথা বলে যে, শোনা এবং

মনোযোগ দিয়ে শোনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।নারীদের সঙ্গ উপভোগের উদ্দেশ্যে ভ্রমণকে বৈধ মনে করে এমন একটি চুক্তির মাধ্যমে তারা অনুমতি প্রদান করে যা আসলে কেবল উপভোগের জন্য একটি কৌশল মাত্র। তাই এর প্রকৃত স্বরূপ হলো,এটি ইচ্ছাকৃতভাবে সন্তান জন্মদানের বা স্থায়ীভাবে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্য ছাড়া মুতা'হ্ বিবাহের মতো। এভাবে তারা ফিক্বহ্ের ক্ষেত্রে ইচ্ছা পূরণ ও ছাড়ের অনুসারী হয়ে উঠেছে। বিদ'আহ্ ও প্রবৃত্তি অনুসারীদের ব্যাপারে তাদের অবস্থান হলো: ভালো ও মন্দের মধ্যে তুলনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও রাজনীতিবিদদের ব্যাপারে তাদের অবস্থান হলো: আলোচনার পথ অনুসরণ করা,সম্পর্ক সহজতর করা এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো জিহাদ না করা।তাদের প্রতি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ দেওয়া,এবং তাদের পদ্ধতি হলো সালাফদের মৌলিক নীতিমালা পরিত্যাগ করা - (এবং তাদের অবস্থান আরও হলো:) সবাইকে সন্তুষ্ট করার জন্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এমন নির্দিষ্ট বিষয়গুলোর

ওপর জোর দেওয়া যেগুলোতে কারো আপত্তি নেই,অথচ একই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উপেক্ষা করা হয়, যেমন: তাওহীদ, ওয়ালা' ওয়াল বারা'র মৌলিক ভিত্তি, কুফর বিত্ব ত্বা'গূত, জিহাদ ও মুজাহিদীন সম্পর্কিত বিষয়,এবং মন্দ কাজ নিষেধ করা ও তাতে পুরস্কারের আশা করা। তারা সংসদীয় পদ্ধতি গ্রহণ করে বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, রাজনীতিবিদ,শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মৈত্রী করে এবং এটিকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি পথ বলে মনে করে ও অনুসরণ করে।তারা মাসলাহাহ্ (কোনো কাজ শুরু করার আগে ক্ষতি ও উপকারের ভারসাম্য বিশ্লেষণের ইসলামী নীতি) এবং শারী'আহ্ সমর্থিত রাজনীতিকে এতটা গৌরবান্বিত করে যে,তা কখনো কখনো শারী'আহ্র স্পষ্ট আইনবিধানের বিপরীত হয়। প্রকৃতপক্ষে,তাদের অবস্থান সমর্থনের জন্য অধিকাংশ প্রমাণ তারা মাসলাহাহ্র (এটির দ্বারা তারা বোঝায় কথিত মাসলাহাহ্/উপকার ও প্রকৃত ক্ষতি) মাধ্যমেই উপস্থাপন করে। এ কারণেই তারা তালেবান কর্তৃক বৌদ্ধদের মূর্তি ধ্বংস করার সমালোচনা করেছিল এই যুক্তিতে যে, মাসলাহাহ্ প্রয়োজনীয় বলে এটি

বিলম্বিত করা উচিত ছিল এবং তাড়াহুড়ো করে তা ধ্বংস করা উচিত হয়নি। এরপর তারা কল্পিত ক্ষতির কথা উদ্ভাবন করে—যদিও তারা জানে যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ উপকার হলো তাওহীদের প্রতিষ্ঠা ও শির্কের ধ্বংস।তারা মুজাহিদীনের আমালীয়্যাত/কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করে উপকারের নামে এবং মাসলাহাহ্‌র অজুহাতে আক্বীদাহ্‌ ও মৌলিক বিষয়গুলোর সঙ্গে আপোষ করে।তারা উপকারিতা এবং শারী'আহ্‌ রাজনীতির নামে রাজনৈতিক কৌশল ব্যবহার করে। তাদের কিছু বিশেষ শব্দ রয়েছে যা হলো মাছলাহাহ্‌ এবং শারী'আহ্‌ রাজনীতির নামে ঘোষিত শব্দের বিপরীত। তারা সত্যের ব্যাখ্যা দেওয়া এবং ভুলটি খণ্ডন করার কাজ ছেড়ে দিয়েছে,একত্রিত হওয়ার মাসলাহাহ্‌র প্রয়োজনীয়তার নামে। তারা ভুল স্বীকার করার পরেও তা সংশোধন করার কাজ ত্যাগ করেছে,সমস্ত কিছু মাছলাহাহ্‌ এবং ঐক্যের নামে - যদিও এই ভুল (প্রতারণা) অব্যাহত থাকে এবং মিথ্যার লোকেরা তা ব্যবহার করে। এরপর তারা আমেরিকানদের সাথে সহাবস্থানের বিষয়টি উদ্ভাবন করেছে,এক ধরনের শেয়ার করা পৃথিবী এবং মৌলিক নীতিমালার সম্মতি, সহিংসতা এবং সন্ত্রাসবাদ দূর করা এবং সে অনুযায়ী

সহযোগিতা করার ভিত্তিতে। তারা এই মৌলিক নীতিটি উদ্ভাবন করেছে এমন এক সময়ে,যখন পশ্চিমের সঙ্গে,বিশেষত আমেরিকানদের সঙ্গে,সংলাপ এবং সহাবস্থানের আহ্বান বাড়ছে,বর্তমান পরিস্থিতিকে সহজ করতে চেষ্টা করা হচ্ছে। এটি এমন একটি চিঠির পাশাপাশি,যা কিছু রাজনীতিবিদদের উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য। তারা এই মৌলিক নীতিটি বিতরণ এবং প্রচারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং এটি লেখাও হয়েছে এবং এখন এটি উপলব্ধ।যখন সহাবস্থানের বিষয়ে খণ্ডনগুলি প্রকাশিত হয়,তারা সেগুলোকে উপেক্ষা করে বিষয়গুলোকে মোলায়েম করে তুলেছে যাতে খণ্ডনের এলাকা বাত্বিল হয়ে যায়।তারা মনে করে এটি জামা'আহ্কে বিভক্ত করে এবং স্তরসমূহকে চূর্ণ করে। এই ভিত্তিতে হে প্রিয় পাঠক,আমি আপনাকে সালাফদের কিছু খণ্ডনের উদাহরণ উল্লেখ করবো,যা একমাত্র হাক্বকে পরিষ্কার করা এবং বাত্বিলকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল:

★❝কিতাবুছ সিয়ার❞ ইমাম আল 'আওযায়ীর রচনা, যা আবূ হানীফাহ্র ❝সিয়ার❞-এর বিরুদ্ধে একটি খণ্ডন।

একইভাবে,আবূ ইউসুফের ❝কিতাবুর রাদ্দ 'আলা ছিয়ার লি'আওঝা'ঈ❞ এবং মুহাম্মদ ইবনুল হাসানকে রাদ্দ করে শাফি'ঈর ❝কিতাবুর রাদ্দ 'আলা মুহাম্মদ ইবনুল হাসান❞ নামক কিতাবও খণ্ডনের জন্য রচিত হয়েছিল।

★❝কিতাবুর রাদ্দ 'আলাল জাহ্‌মীয়্যাহ্ লিইমাম আহ্‌মাদ ❞, ❝আদদারিমী❞, এবং আবূ দাউদ তাঁর ❝সুনান❞-এ,ইবন মাজাহ্ তাঁর ❝সুনান❞-এ উল্লেখ করেছেন,এবং দারিমীর ❝রাদ্দ 'আলা বিশর মারিসী❞।

★ইবন আবী শাইবাহ্‌র ❝মুসান্নাফ❞,যেখানে আবূ হানীফাহ্‌র বিরুদ্ধে খণ্ডনের অধ্যায় রয়েছে,এবং আব্দুল্লহ্ অবন আহ্‌মাদ ইবন হাম্বালের রচিত ❝السنة❞ যেখানে আবূ হানীফাহ্‌র খন্ডনের অধ্যায় আছে।

★❝আল সাজাজীর পত্র❞ – এটি জাবিদের জনগণের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে খণ্ডনের জন্য, যিনি আল্লহ্ تَعَالَىٰ-এর কালামের অংশ হিসেবে পত্র এবং শব্দের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিলেন।

★ ইবনু কুদামাহ্ আল মাকদিসীর রচনা, যা ইবন ' আক্বীল আল হাম্বালীর রাদ্দ।

★বাইহাক্বীর যারা শাফি'ঈকে রাদ্দ করেছেন তাঁদের রাদ্দ, যেমন: "বায়ান খাতা মা আনআখতা 'আলাশ শাফি'ঈ এবং আল-ইন্তিক্বাল 'আলাশ শাফি'ঈ"।

★আবূ য়ালা এর রাদ্দ,যেমন:"কিতাবুর রাদ্দ 'আলা ইবনুল লিবান শাফি'ঈ" এবং "রাদ্দ 'আলা আলকার্রামীয়্যাহ্" এবং "রাদ্দ 'আলাছ ছালীমীয়্যাহ্"।

★ইবনু তাইমীয়্যাহ্র রাদ্দ,যেমন:"রাদ্দ 'আলাল আখনাত", "রাদ্দ 'আলাল বাকরী", "ক্ব'ইদাহ্ ফীর রাদ্দ আলাল 'ঘাযালী ফীত তাওয়াক্কুল"।

★"ছারিমুল মুনকি ফীর রাদ্দ 'আলা সুবক্বী লিমুহাম্মদ ইবন আহ্মাদ ইবন আব্দিল হাদির"।

★ইবনুল ক্বইয়্যিমের রাদ্দ সমূহ।

★কিতাব:"রাদ্দুল ওয়াফির আল-ওয়াফির 'আলা মান জা 'মা বিআন্না মা আন সাম্মা ইবন তাইমীয়্যাহ্ শাইখুল ইসলাম কাফির লিইবন নাছিরিদ্দীন দিমাশক্বী"।

★শাইখ মুহাম্মদ ইবনু আব্দিল ওয়াহ্হাবের রাদ্দসমূহ:" কিতাবুত তাওহীদ আল মুস্তাফিদ" তাঁর ভাই সুলাইমানের বিরুদ্ধে,এবং রাফিদাহ্দের বিরুদ্ধে একটি

প্রবন্ধ।

★শাইখ আব্দুল লাত্বিফ ইবন আব্দির রহ্মানের রাদ্দসমূহ: ❝মিনহাজুত তাসিস ফী কাশফ শুবুহাত দাউদ ইবন জুরজিসান্দ❞,❝আলইহ্তাফ ফী রাদ্দ 'আলাস সাহ্হাফ❞ এবং ❝দালাইলুর রুসুখ ফী রাদ্দ 'আলাল মানফুখ❞,এবং ❝আলবারাহিনুল ইসলকমীয়্যাহ্ ফীরাদ্দিস শিবাহ্ আলফারিছীয়্যাহ্❞।

★শাইখ আবা বুতাইনের কিতাব:❝ইনতসার লিহিযবিল্লাহ্ আলমুওয়াহ্হিদীন ওয়া রাদ্দ 'আলা মুজাদিল 'আনিল মুশরিকীন লিআবী বুতাইন❞।

★কিতাব:❝তানবীহ্ আন-নাবীহ্❞ ও ❝আল'গাবী ফীর রাদ্দ 'আলাল মাদারিসী❞ ও ❝আসসিনদী❞ ও ❝ আলহালাবি❞, শাইখ আহ্মাদ ইবন 'ঈসা কর্তৃক।

★শাইখ ইবন সাহ্মানের রাদ্দসমূহ,যেমন:❝ আলআসিন্নাত আলহিদাদ ফীর রাদ্দ 'আলাল-আলাওয়ী হাদ্দাদ❞ এবং ❝আসসাওয়াইকুল মুরসালাহ্ আশশিহাবীয়্যাহ্ 'আলাশ শিবহ আদদাহীয়্যাহ্ আশশামীয়্যাহ্❞ এবং ❝তা'ঈদ মাযহাবাস সালাফ❞ ও

❝কাশফুল শুবুহাত মান হাদ ও আনহারাফ❞ ও ❝দু'ঈয়া বিল য়ামানী আশশারাফ❞ এবং ❝বায়ানুল মুবদি লিশানাআতুল ক্বওলিল মাজদী❞।

★❝'গায়াতুল আমানী ফীর রাদ্দ 'আলান নাবাহানী❞ – মাহ্মূদ আলুসী।

★❝নাক্বদুল মাবানী ফী ফাতওয়া আলয়ামানী❞ এবং ❝ তাহ্ক্বীক্বুল মা'রাম ফী মা ইয়াতাআল্লাক বিল মাকাম❞ – শাইখ সুলাইমান ইবন হামদান।

★আব্দুর রহ্মান আলমু'আল্লামী তাঁর গ্রন্থ ❝ আততানকীল বিমা ফী তানিবুল কাওসারী মিনাল আবাতিল❞-এ (রাদ্দ করেছেন কিছুর)।

★শাইখ আব্দুল্লহ্ ইবন হুমাইদ তাঁর গ্রন্থ ❝রাদ্দ 'আলা ইবন মাহমুদ❞-এ (রাদ্দ করেছেন)।

★শাইখ হামাদ তুওয়াইজিরীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে: ❝রাদ্দুল কাবি 'আলার রাফি'ঈ ওয়াল মাজহুল ওয়াল ইবন আলাওয়ী ওয়া বায়ান আখতাআ'হিম ফীল মাওলিদুন নাবাওই❞,❝সিরাজুল ওয়াহ্হাজ ফীর রাদ্দ ' আলাশ শিবলী ফীল ইসরা' ওয়াল মি'রাজ❞,এবং তাঁর

গ্রন্থ:❝সাওয়া'ইকুশ শাদীদাহ্ 'আলা আতবা আলহায়াতুল জাদীদাহ্❞,যা জ্যোতির্বিদদের খণ্ডন বিষয়ে রচিত।

মাতৃ-সাহ্ওয়াহ্/প্রধান সাহ্ওয়াহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া দ্বিতীয় দল:এরা হলো চরমপন্থী,যাদেরকে আধুনিকপন্থী (মডার্নিস্ট) বলা হয়। এই দলের মতবাদ সেক্যুলারিস্টদের মতো—বিশেষত নারীদের অধিকার, অর্থনীতি,রাজনীতি, অর্থ ও সম্পদ,শিল্প ও অভিনয় সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে। ঈমানের ক্ষেত্রে তারা মুরজি'আহ্ এবং তাকফীরের ক্ষেত্রে জাহ্মীয়্যাহ্। এদের মধ্যে দীনের ক্ষেত্রে দুর্বলতা (রিক্ততা) রয়েছে এবং রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তারা সেক্যুলারপন্থী।

নোট: কিছু সাহ্ওয়াহ্ সদস্য আছেন যারা এক বা দুইটি মৌলিক বিষয়ে পরাজয়বাদী আন্দোলনের সাথে সম্মত হন।এই ক্ষেত্রে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন এবং তাদের কাতারে গণ্য হবেন না। তবে,আশঙ্কা থাকে যে তিনি সতর্ক না হলে তাদের পথে চলে যেতে পারেন।এমন

ব্যক্তির ব্যাপারে বলা হবে যে তিনি শুধু এই বিষয়ে ভুল করেছেন, আর বাকি ক্ষেত্রে তিনি পূর্বের অবস্থানে রয়েছেন। আল্লহ্ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত।

উপরোক্ত দুটি দল ছাড়া,মূল সাহ্ওয়াহ্—আর আল্লহ্ তা' আলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা—ঈমান,তাওহীদ, তাকফীর,জিহাদ, রাজনীতি এবং কাফির ও সেক্যুলারিস্টদের প্রতি অবস্থানসহ ভ্রান্ত ও বিদ'আতীদের প্রতি মনোভাব এবং (কাফিরদের সাথে) সহাবস্থান প্রত্যাখ্যানের মতো বিষয়গুলোতে আহলুস সুন্নাহ্র মূলনীতি অবলম্বন করে আছে[1]। তাঁরা আজকের দিনে সাহ্ওয়াহ্র সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ—আর আল্লহ্ তা'আলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা—এবং তাদের মধ্যে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভক্তি ও বিভেদ সৃষ্টি করেছে কেবল সেই ছোট দল,যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আমরা আল্লহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি যে,'তিনি আমাদের ও তাদেরকে সঠিকপথ দান করুন এবং মুসলিমদের বিভেদ,শত্রুতা ও শারী'আহ্র বিরোধিতা থেকে রক্ষা করুন।

আল্লহ্ তা'আলা আমাদের নাবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের [رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ] ওপর শান্তি/সালাম ও বারাকাহ নাযিল করুন।'

শাইখ আলি ইবনু খুদাইর আল খুদাইর এর বক্তব্য এখানেই সমাপ্ত হলো।

অনুবাদকের টীকা

1. শাইখ এখানে যেই সাহওয়াত নিয়ে কথা বলেছেন সেটিকে জামাআহ হতে প্রকাশিত বিখ্যাত দাবিক্ব পত্রিকার সাহওয়াতদের সংজ্ঞার সাথে মিলিয়ে ফেলবেন না।

শাইখের উপরোক্ত আলোচনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফাওয়াইদঃ

★ সুরুরী সাহওয়াতেরা ঈমানের মাসআলায় জাহমি এবং তাকফিরের মাসআলায় জাহমি। যারা কোন ব্যক্তি কে তাকফিরের ক্ষেত্রে জাহমিদের মতো বিভিন্ন শর্তারোপ করে। যেমন, যুহুদ (অস্বীকার), ইস্তিহলাল (হালাল মনে করা), তাকযিব (মিথ্যা প্রতিপন্ন করা), ই'তিক্বদ (অন্তরে বিশ্বাস করা) ইত্যাদি। তাদের মতে এসব শর্তের মধ্যে যেকোন একটির উপস্থিতি ব্যতীত ব্যক্তি কাফির মুরতাদ হয় না। [এবিষয়ে আমাদের প্রকাশিত 'ক্বিবলাহর ইয়াহুদী মুরজিয়া ও তাদের প্রকারভেদ শীর্ষক প্রবন্ধটি দেখতে পারেন।]

★ সুরুরী সাহওয়াতেরা শিরকুল আকবার/বড় শিরকে অজ্ঞতা সহ বিভিন্ন ওজর দাঁড় করায়। অথচ আসলুদ্ দ্বীন, জরুরীয়্যাতে দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে কোন ওজর নেই।

★ সুরুরী সাহওয়াতেরা সত্যপন্থী মুজাহিদিনদের ও বিশুদ্ধ তাওহীদ-আক্বীদাহ-মানহাজের অনুসারী

মুওয়াহহীদদের তাকফিরি খারিজি বলে আখ্যায়িত করে থাকে। কেননা তারা সমস্ত ত্বগূত ও তার অনুসারীদের তাকফির করেন।

★ সুরুরী সাহওয়াতেরা সর্বদা মুশরিকদের তাকফির করার ব্যাপারে মনগড়া ও অনিয়ন্ত্রিত সতর্কতা আরোপ করে। তারা নানান উদ্ভট যুক্তি ও কারণ হাজির করে এগুলো থেকে বিরত থাকার আহ্বান করে অথচ এটা ওয়াজিবাতুদ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত যা সকলের উপর ওয়াজিব।

★ তারা কুফর ও শিরক এবং এতে পতিত ব্যক্তির মধ্যে মনগড়া পার্থক্য নিরুপন করে। অথচ শিরক করলে তার লেবেল উক্ত ব্যক্তির উপর প্রয়োগ হয়। [এবিষয়ে শাইখ আলি আল খুদাইর তার কিতাব 'শারহু কিতাবুল হাক্বইক ফিত তাওহীদে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন]

★ তারা নাজদি দাওয়াহর ইমামদের কিতাবাদি থেকে সতর্ক করে এবং তাদের দাবি অনুযায়ী, নজদি ইমামদের

কিতাবাদির সংস্পর্শে যাওয়ার ফলস্বরূপ অবাধ তাকফিরের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়।

[শাইখের রিসালাহ্ «أصول الصحوة الجديدة» থেকে অনুদিত,অনুবাদ পুরো শতভাগ সঠিক ১০০/১০০ করা সম্ভব হয় না,ভুলত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন।শেষে আমরা "মাজমূ' কালিমাত লিইমামিল মুজাহিদীন মুজাদ্দিদ আবী আব্দিল্লাহ্/উ.বি.এল দ্যা ক্বাহ্তানী تَقَبَّلَهُ ٱللَّهُ"-এর গুরুত্বপূর্ণ ক্বওল উল্লেখ করছি,

❝মিডিয়ার ভবিষ্যত গঠনে একটি চূড়ান্ত ভূমিকা রয়েছে।যদি আমরা এটি ব্যবহার করতে সক্ষম হই,তবে আমরা চিন্তার যুদ্ধ জিততে পারবো।❞

আল্লহ্‌র কালাম:

★إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَٰنِهِمْ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَٰرُ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ

دَعۡوَىٰهُمۡ فِيهَا سُبۡحَٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمۡ فِيهَا سَلَٰمٞۚ ★
وَءَاخِرُ دَعۡوَىٰهُمۡ أَنِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

★❝নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং নেক কর্ম করে,তাঁদের রব ঈমানের কারণে তাদেরকে পথ দেখাবেন,আরামদায়ক জান্নাহ্সমূহে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত।

★তার ভিতরে তাঁদের দু'আ হবে,পবিত্র তুমি হে আল্লহ্ ।আর সেখানে তাঁদের অভিবাদন হবে সালাম/শান্তি,আর তাঁদের সর্বশেষ কথা হবে এই (যে),সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লহ্র জন্য।❞

📕সূরাহ্ ইউনুস:৯-১০

-

وَآخِرُ دَعۡوَانَا أَنِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَالَمِينَ

এবং আমাদের সর্বশেষ কথা হলো এই,সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লহ্ (ﷻ عَزَّ وَجَلَّ)-এর জন্য।]

সমাপ্ত